দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 MAR 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

26

03

শিক্ষাঙ্গনে

প্রসঙ্গ ঃ ওপেন ইউনিভার্সিটি

'ওপেন ইউনিভার্সিটি' বা 'মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' দেশে ১৯৯৩ সালে দূরশিক্ষণে তার শিক্ষাক্রম শুরু করতে যাচ্ছে। কর্মব্যস্ত মানুষ, চাকরিজীবী, গৃহিণী, অর্থনৈতিক সংকটাপন্ন ব্যক্তি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী হয়ে তাদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশের সমান সুযোগ পাবে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— 'জীবনমুখী ও উন্নয়নমুখী শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে যোগ্যরূপে শিক্ষিত করে তোলা'। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রধান সমস্যা হচ্ছে 'সন্ত্রাস' ও 'সেশনজট'। এর জন্যে সম্মানিত শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রী কেউই দায়ী নয়। বহিরাগত ও একটি বিশেষ শ্রেণী এর মূল উৎস। এর ফলে সাধারণ ও প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রীরা আজ হতাশাগ্রস্ত। ৪ বছরের কোর্স সমাপ্ত হচ্ছে ৭/৮ বছরে। এদিক থেকে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় 'মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' অবশ্যই জাতি গঠনের কারিগর হিসাবে কাজ করবে।

এই বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের প্রধান যে দুটো সুবিধা দেবে তা হলোঃ ১। সন্ত্রাস ও সেশনজট থাকবে না, ২। অর্থ বাঁচাবে। এর গুরুত্ব প্রসঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানের কথা আমাদের স্মরণ করতে হচ্ছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বপ্রথম 'বাইড'-এর মাধ্যমে দূরশিক্ষণে 'বিএড' কোর্স চালু করে। ১৯৯৩ সালে 'মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' গণ-স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, কৃষি সম্প্রসারণ, হাঁস-মুরগী লালনে ডিপ্লোমা এবং পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষায় ডিগ্রী কোর্স শুরু করতে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর ডিগ্রী ও মাস্টার্স কোর্স চালু করা জরুরী সেগুলো হচ্ছেঃ ১। জনসংখ্যা, ২। সমাজ উন্নয়ন, ৩। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট, ৪। হোটেল ম্যানেজমেন্ট, ৫। শপ এণ্ড মার্কেট ম্যানেজমেন্ট, ৬। পর্যটন, ৭। পুস্তক প্রকাশনা, ৮। ভিডিও এণ্ড ফটোগ্রাফী, ৯। পাবলিক রিলেশন।

'মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়'-এর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে-সব সম্মানিত ব্যক্তি সম্পৃক্ত তাঁদের সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

—মুহাম্মদ আরিফ রানা,
এমএ (শেষ বর্ষ), রোল নং বঙ্গবন্ধু হল ১৮৩৮,
ডিপার্টমেন্ট অব লাইব্রেরী এণ্ড ইনফরমেশন সাইন্স, কলা-ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।